আল্লামা ইকবালের

শেকওয়া

এবং

জওয়াবে-শেকওয়া

(পদ্যে বঙ্গানুবাদ)

মওলানা তমিজুর রহমান ছাহেব

প্রণীত

সূচনা

ডক্টর আল্লামা স্যার মুহম্মদ ইকবাল (মরহুম) পি,এইচ,ডি, বার-এট-ল, লাহোর, আজ আর বাঙ্গালীদের কাছে অপরিচিতি নহেন। ইকবাল স্বভাব কবি ছিলেন। তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ আরব বংশোদ্ভুত। তাই তনি তাঁহার কবিতায় হেজাযের বিষয় ভূলিতে পারেন নাই। তিনি উর্দ্দু এবং ফারসী ভাষায় অনেক খানি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যেঃ ১। শেকওয়া (شکوہ) ২। জওয়াবে শেকওয়া (جواب شکوہ) ৩। বাঙ্গে দেরা (بانگ درا) ৪। বালে-জিব্রাঈল (بال جبریل) ৫। জরবে কলীম (ضرب کلیم) এই পাঁচখানি উর্দ্দু ভাষায়। ১। পয়ামে মশরেক (پیام مشرق) ২। আসরারে খুদী (اسرار خودی) ৩। রমুযে বে-খুদী (رموز بے خودی) ৪। যবুরে আযম (زبور اعظم) ৫। জাভীদনামা (جاوید نامہ) ৬। পসচে বায়দ করদ আয় আকওয়ামে শরক্ব (پس چہ باید کرد ای اقوام شرق) ৭। মুসাফের (مُسافر) এই সাতখানি ফারসী ভাষায়, আরমগানে হেজায, (ارمغان حجاز) একখানি উর্দ্দু এবং ফারসী মিশ্রিত। এতদব্যতীত তাঁহার প্রসিদ্ধ তারানা (ترانہ) চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা, হিন্দুস্তানী মুসলমানদের মহা প্রিয়। তিনি বিগত ১৯৩৮ইং সালে ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। মৃত্যুর অন্ততঃ ৮ মাস পূর্বের আমি তাঁহার শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার বঙ্গানুবাদ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি অনুমতি ত দিয়াছিলেনই, তার উপর দোয়া করিয়াছিলেন যেন এই অনুবাদও আসলের ন্যায় সমাজে বহুল প্রসার লাভ করে। আমি প্রথমতঃ শেকওয়ার অনুবাদ করিয়াছিলাম। যাহা তাঁহার মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত তাঁহার শোক সভায় মৌং আবুল বশর মুহম্মদ সুলতানুল আলম এম, এ, কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। শ্রোতাগণের অনুরোধে এ, বি, রেলওয়ের

তখনকার ডি, টি, এস, মিঃ মোযাফ্ফর আহমদ সাক্বী ছাহেব ও মৌলভী রফিউদ্দিন ছিদ্দিকী প্রমুখ মহাত্মাগণ উহার ২০ হাজার কপি ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে আমার অনুমতি গ্রহণ করতঃ তন্মতে কার্য্য করেন। ইহার পর জওয়াবে-শেকওয়ার অনুবাদ করি, কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ জনিত, কাগজের অভাবে উহারপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিতে সুযোগ পাইনি। ১৯৪৬ ইংরেজী সালে স্বগ্রামের নাজির ফ্যামেলির বিদ্যোৎসাহী মিয়া মাহমুদুল হক ছাহেব কলিকাতায় ইহার পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াও কাগজাভাবে অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। খোদার শোকর, আজ তদীয় প্রিয় ছাত্র জামে মসজিদের কার্য্য নির্বাহক কমিটির সুযোগ্য সেক্রেটারী, নিঃস্বার্থ, কর্মী, সমাজ ও জাতিগত প্রাণ ফখরুল মোহাদ্দেছীন মৌলানা মাহমুদুর রহমান ছাহেব এই জনপ্রিয় অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। আশা করি, বাংলার মুসলমান সমাজ এই অনুবাদ পাঠে সবিশেষ উপকৃত হইবেন এবং অনুবাদকারী ও প্রকাশককে দোয়া করিতে ভুলিবেন না। এই অনুবাদে আসলের ঝঙ্কার ও মৌলিকতা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে, তবে কতদূর যে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকদের বিচারের উপর নির্ভর করে।

মনে রাখিবেন,

ঘুমন্ত জাতির তরে ইকবালের বাণী
ঠিক যেন ঘুম ভাঙ্গা এলার্ম ধ্বনি

গ্রন্থকার।

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

শেকওয়া

এবং

জওয়াবে-শেকওয়া

کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں
فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں
نالے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن گوش رہوں
ہمنوا! میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں
جرأت آموز مری تاب سخن ہے مجھ کو
شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو

লভ্য ছেড়ে ইচ্ছা করে ক্ষতির দায়ে পড়ব কেন?
ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে অতীত তরে কাঁদব কেন?
অবাক হয়ে বুলবুলিদের বিলাপ গাঁথা শুনব কেন?
আমিতো আর পুষ্প নহি নীরব ব'সে থাক্‌ব কেন?
বাক্‌শক্‌তি নির্ভীক আমায় কর'ছে এই ধরা ধামে,
ছাই মুখে হউক! তাই ক'রেছি শেকওয়া আজি খোদার নামে।

ہے بجا شیوۂ تسلیم میں مشہور ہیں ہم
قصۂ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم
ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم
نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم
اے خدا شکوۂ ارباب وفا بھی سن لے
خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے

শেকওয়া-অভিযোগ, নালাযারী-কান্নাকাটি

সভ্য বটে শিষ্ট বলে আমরা ভবে পরিচিত,
কিন্তু আজি বাধ্য হ'য়ে গাইতে হল দুঃখ গীত।
বীণা যদি নীরব তবু বেদন সুরে বুক স্ফীত,
'নালাযারী' আসলে মুখে ক্ষমা করা সমুচিত।
আল্লাহ! এবার বন্ধু মুখে অনুযোগের কেচ্ছা শোন,
নিত্য যারা গুণ গাহিছে, বারেক তাদের গেলাহ-শোন

تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذاتِ قدیم
پھول تھا زیبِ چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم
شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ عمیم
بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم
ہم کو جمعیتِ خاطر یہ پریشانی تھی
ورنہ اُمت ترے محبوب کی دیوانی تھی

রোয়ে আযল্ হতে তুমি নিত্য আছ ত্রিভুবনে,
সুবাস তখন চিন্‌তনা কেউ ফুল ছিল না ফুল বাগানে।
ইনছাফেরই শর্ত্ত মেনে বলতে হবে সরল মনে
'বাদেছবা' নইলে লোকে ফুলের সুবাস পে'ত কেনে?
হৃদয় পুরের শান্তি মোদের যতই দুঃখের কারণ ছিল,
উম্মেতেরা নচেৎ তোমার বন্ধু প্রেমে পাগল ছিল।

ہم سے پہلے تھا عجب ترے جہاں کا منظر
کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر

রোয়ে আযল-সৃষ্টির প্রথম দিবস। বাদেছবা-মৃদু সমীরণ।

خوگر پیکر محسوس تھی انساں کی نظر
مانتا پھر کوئی اَن دیکھے خدا کو کیونکر
تجھکو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام ترا
قوّتِ بازوے مسلم نے کیا ہے کام ترا

আজব রঙের দুনিয়া ছিল আমরা নাহি আসতে হেথা,
কেউ করিত পাথর পূজা কেউ পূজিত বৃক্ষলতা;
সাকার বোতের নইলে পূজা লোকের মনে পেত ব্যথা,
মানতনা কেউ দৃশ্যহীন ঐ আকার বিহীন খোদার কথা।
তুমি বল কেউ কি তোমার নাম নিত এই মহীতলে?
আজকে তুমি পরিচিত মুসলমানের বাহু বলে।

بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی
اہل چیں چین میں ایران میں ساسانی بھی
اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی
اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی
پر ترے نام پہ تلوار اُٹھائی کس نے؟
بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟

এই জগতে আমরা ছাড়া ছিল আরো জাতি কত!
ছলজুকী, তুরাণী ছিল ইরানে সাসানী যত।
ইউরোপেতে গ্রীক জাতি জ্ঞানার্জ্জনে ছিল রত,
ইহুদী, নছরাণী এমন ছিল আরও কত শত?
কিন্তু তাদের কেউ কি কখন ধরত অসি তোমার তরে?
জ্বালত কি কেউ তৌহীদ বাতি শিরিকপুরের আঁধার ঘরে?

বোত-বুত, প্রতিমা। ছলজুকম তুরানী-তুরস্কের প্রখ্যাত সম্প্রদায় সমূহ

تھے ہمیں ایک ترے معرکہ آراؤں میں!
خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں
دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں
کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں
شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی
کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی

তোমার তরে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিয়াছি শুধু মোরা,
এই দুনিয়ায় জলে স্থলে আমরা ছিলাম যোদ্ধা সেরা।
ইউরোপের গির্জাতেও আজান দিয়ে ক'রেছি সারা,
আফ্রিকার তপ্ত মরু নগ্ন পদে দলেছি মোরা।
রাজা মহারাজা হেরে ভয় করিনি কোন কালে,
কলেমা-তৈয়ব, পাঠ করেছি তলওয়ারের ছায়া তলে।

ہم جو جیتے تھے، تو جنگوں کی مصیبت کے لئے
اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کے لئے
تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لئے
سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کیلئے
قوم اپنی جو زر و مالِ جہاں پر مرتی
بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی

যুদ্ধ বিপদ সইতে মোদের জীবন ধারণ ছিল ভবে,
তোমার তরে মরতে হলে অকাতরে মরত সবে।
রাজ্য লাভের তরে মোদের অসি ধারণ ছিল কবে?
প্রাণ নিয়ে ঐ খেলা মোদের ছিল কি হে! ধনের লোভে?

ক্বাউম আমাদের দুনিয়াদারীর ধনের তরে মরলে হেন,
বোত-ফরোশির বিনিময়ে বোত-শেকণী করত কেন?

ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے
پاؤں شیروں کے بھی میداں سے اکھڑ جاتے تھے
تجھ سے سرکش ہوا کوئی، تو بگڑ جاتے تھے
تیغ کیا چیز ہے ؟ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے
نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے
زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے

আমরা যখন যুদ্ধ মাঠে কুচ্ করিতাম বীরের মতন,
ভীত হয়ে সিংহ দলও পলাইত শিয়াল যেমন।
বাধ্য তোমার হইলে কেহ সবাই তাদের করত দমন
অসি কি ছার? ভয় করিনি তোপের মুখে আসতে কখন।
আঁকিয়াছি মানব হৃদয়ে তৌহিদের চিত্র মোরা,
খঞ্জরেরতলে থেকে দিয়াছি তৌহিদের সাড়া।

تو ہی کہدے کہ اکھاڑا درِ خیبر کس نے ؟
شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے ؟
توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے ؟
کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے ؟

کس نے ٹھنڈا کیا آتشکدۂ ایراں کو ؟
کس نے پھر زندہ کیا تذکرۂ یزداں کو ؟

ক্বাউম-সম্প্রদায় বোতফরোশী-প্রতিমা বিক্রি। বোতশেকনী-প্রতিমা ভাঙ্গা

বল দেখি খায়বর-দ্বার উখাড়িয়া ফেলছিল কে?
কায়ছরের রাজ্য পাঠে ধ্বংশ মুখে আনছিল কে?
লোকের গড়া মিথ্যা খোদার মুর্ত্তিগুলি ভাঙছিল কে?
বিদ্রোহীদের সৈন্য দলে নেস্ত ও নাবুদ করছিল কে?
কার প্রতাপে 'ইরানীদের' 'আতশকদা' নির্ব্বাপিত?
কার যতনে 'ইযদানীদের' লুপ্ত সে নাম উচ্চারিত?

کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی ؟
اور تیرے لئے زحمت کش پیکار ہوئی ؟

کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی ؟
کس کی تکبیر سے دنیا تری بیدار ہوئی ؟

کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے ؟
منہ کے بل گر کے هُوَاللّٰهُ اَحَدْ کہتے تھے ؟

কোন জাতি এই ভুমণ্ডলে শুধু তোমায় চাইছে তারা?
তোমার তরে যুদ্ধ করে কষ্ট বিপদ সইছে কারা?
কার অসিতে দুনিয়া পুরে নামল এমন শান্তি ধারা?
নারায়ে-তকবীর কাদের উঠল জেগে দুনিয়া সারা?
কার ভয়েতে ছনমগুলি থরথরিয়ে কাঁপত ডরে?
সজ্‌দা করে বলত 'হুয়াল্লাহু আহাদ' উচ্চঃস্বরে?

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قومِ حجاز

খায়বর-আরবদেশের প্রসিদ্ধ কিল্লা। কায়ছর-রুম সম্রাটের উপাধি। নেস্ত ও নাবুদ-ধ্বংশ। আতশকদা-অগ্নিকুন্ড, ইযদানী-ধার্মিক সম্প্রদায়। তক্‌বির-আল্লাহু আকবর। ছনম-প্রতিমা। হুয়াল্লাহু আহাদ-সেই আল্লাহ এক।

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

যুদ্ধে রত এমন সময় হলে তাঁদের ওয়াক্তে নামায,
কেবলামুখী সজ্‌দা করে ধন্য হত কওমে হেজায।
এক ছফেতে ভূক্ত হত গযনবী মাহমুদ ও আয়ায,
ফরক নাহি থাকত তখন বন্দা কিংবা বন্দা নওয়াজ।
গোলাম, মনিব, ধনী, গরীব প্রভেদ নাহি থাক্‌ত পাছে,
সবাই তাদের এক হইত আসত যখন তোমার কাছে।

محفل کون و مکاں میں سحر و شام پھرے
مئے توحید کو لیکر صفتِ جام پھرے
کوہ میں، دشت میں لیکر ترا پیغام پھرے
اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے؟

دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے!
بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے!

ঘুরিয়াছি ভবের সভায় যাজকবেশে দিবা রাতে,
যাত্রা ছিল যথা তথা তৌহিদ-সুরার পেয়ালা হাতে।

কেবলামুখী-কাবা শরীফের দিকে। ছফ-কাতারে। আয়াজ-সোলতান মাহমুদের জনৈক ক্রীতদাস। গয্‌নভী মাহমুদ-সোলতান মাহমুদ গয্‌নভী। বাহরে যুলমাত-জিব্রাল্টার প্রণালী।

জলে স্থলে গহন বনে গেছি তোমার বার্তা সাথে,
কিন্তু কভু নিরাশ হৃদে ফিরিনি গো কোথা হতে।
স্থলের বিষয় তুচ্ছ কথা, ঝাঁপ দিয়েছি সাগর জলে,
বাহরে-যুলমাত পার হয়েছি অশ্বধাবি মনের বলে।

صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے
نوعِ انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے
تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے

پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں
ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں!

অসার, বাতেল ছিল যত, দূর করেছি জগত হতে,
ছড়ায়েছি মানব কুলে, দাস গোলামির কবল হতে।
কাবা গৃহে সজ্‌দা করার জাগল রীতি মোদের সাথে,
বুকে কোরান ধারণ করা শিখল জগৎ আমরা হতে।
তবু বল মোসলেমেরা ক্বাওমে ওফাদার নহে,
আমরা যদি বেওফা হই তুমিও দিলদার কিহে?

اُمتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں
عجز والے بھی ہیں، مستِ مئے پندار بھی ہیں
اُن میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں ہشیار بھی ہیں
سینکڑوں ہیں کہ ترے نام سے بیزار بھی ہیں

ওফাদার-কৃতজ্ঞ। বেওফা-অকৃতজ্ঞ। দিলদার-মনোরনজনকারী।
উম্মত-অনুগামী, জাতি।

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر

আমরা ছাড়া আরও বহু উম্মত আছে এ সংসারে,
কেহ তাদের পাপী তাপী মত্ত কেহ অহঙ্কারে।
অবোধ সুবোধ, মন্দ ভাল আছে প্রতি ঘরে ঘরে,
অনেক তাদের আবার তোমার নাম নিতেও ঘৃণা করে।
তবু তোমার দয়া বারি বর্ষে সদা তাদের প্রতি,
বজ্রানলে পুড়ে মরে নিরীহ মোসলেম জাতি।

بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے
ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے
منزل دہر سے اونٹوں کے حدی خوان گئے
اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے
خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟
اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟

বোতখানাতে হাসতেছে বোত মোসলেম দুর্দ্দশা হেরে,
তারা বলে কা'বা গেহের রক্ষী গেল জগৎ ছেড়ে।
'হুদা'রবে উষ্ট্র চালক আর ক'দিন এই দুনিয়া' পরে,
বগল মাঝে কোরান ধারী ধীরে ধীরে পড়ছে সরে।
অসত্যের এই বিদ্রুপে কি নাইরে তোমার অনুভূতি,
কিসের তোমার যত্ন নেওয়া রক্ষিতে তৌহিদের জ্যোতি?

বোতখানা-প্রতিমাশালা। হুদা-উস্ট চালান সাঙ্কেতিক শব্দ। হুর-অস্পরা। কছুর-স্বর্গের দালান। ওয়াদা-প্রতিজ্ঞা।

یہ شکایت نہیں، ہیں اُن کے خزانے معمور
نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور
قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور
اور بیچارے مسلماں کو فقط وعدۂ حور!
اَب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں
بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں؟

সভায় গিয়ে দুইটি কথা বলতে নাহি পারে যারা
তাদের ধনও রতন হেরে দুঃখ নাহি করছি মোরা।
কিন্তু এযে সহ্যাতীত হুর ও কছুরপাবে তারা,
আর আমাদের ভাগ্যে নাহি জুটবে হুরের ওয়াদা ছাড়া।
তাই বলি আর নাইরে এখন তোমার সেই পূর্ব দয়া,
বলব কি আর? মাথার উপর নাই সে তোমার স্নেহের ছায়া।

کیوں مسلمانوں میں ہے دولتِ دنیا نایاب؟
تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب
تو جو چاہے تو اُٹھے سینۂ صحرا سے حباب
رہروِ دشت ہو سیلی زدۂ موجِ سراب

طعنِ اغیار ہے، رسوائی، ناداری ہے
کیا ترے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟

অনুগ্রহের সংখ্যা শুমার নাইযে তোমার জানিমোরা
তবে কেন মুসলিমেরা পার্থিব ঐশ্চর্য্য হারা?
প্রবাহিত করিতে পার মরুর বুকে জলের ধারা,
শুষ্ক নদে বান ডাকায়ে করতে পার সাগর পারা।
শুধু মোদের ভাগ্যে কেন নিন্দা কুযশঃ যত ইতি?
তোমার তরে মরতে গেলে তাদের কি এই পরিণতি?

بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا
رہ گئی اپنے لئے ایک خیالی دنیا!
ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا
پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا!
ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے
کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟

বিশ্ব আজি অন্যেরে চায় মুসলমানে চায় না ফিরে,
কাল্পনিক এক দুনিয়া আছে মাত্র এই জাতির তরে।
বিদায় নিয়ে যাচ্ছি মোরা অন্য থাকুক জগত ভরে,
কিন্তু যেন বলতে না হয় তৌহিদ গেল দুনিয়া ছেড়ে
আমরাত চাই ভবে যেন জিন্দা তোমার নামটি থাকে,
সম্ভবে কি কখন ইহা! সাকি ছাড়া জামটি থাকে।

تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے
شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے
دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے
آکے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے..
آئے عشاق، گئے وعدۂ فردا لیکر
اب انھیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لیکر

নাই সে সভা, নাই সভাসদ, নিত্য তোমায় চাইত যারা
নাই তারা আজ, দুপুর রাতে তোমার তরে কাঁদত যারা।
প্রেমিক যারা নিয়ে গেছে যোগ্য পারিতোষিক তারা,
আসন নেওয়ার সাথেই কেন হইছে তারা আসন ছাড়া?
প্রেমিক সকল গেছে চলে আসবে বলে ওয়াদা দিয়ে,
তাদের এখন তালাস কর রূপের চেরাগ হাতে নিয়ে

জিনদা-জীবিত। সাকী-সুরা বিতরণকারী। জাম-সুরা পাত্র।

درد لیلیٰ بھی وہی قیس کا پہلو بھی وہی
نجد کے دشت و جبل میں رمِ آہو بھی وہی
عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی
اُمتِ احمدِ مرسلؐ بھی وہی، تو بھی وہی
پھر یہ آزردگیٔ غیر سبب کیا معنی؟
اپنے شیداؤں پہ یہ چشمِ غضب کیا معنی؟

মজনুনেরি হৃদয় যেই, লাইলি প্রেমের লীলা সেই,
নজদ দেশী কুরাঙ্গীদের মন ভুলানো নৃত্য সেই।
প্রেমের খেলা মনের বেদন, রূপের ছটা ওই একই,
তুমি যেই তোমার নবীর পবিত্র উম্মতও সেই।
তবে কেন আপন জনে কষ্ট দেওয়া বল দেখি
ভক্ত প্রতি এমন ভাবে বিমুখ হওয়ার কারণটা কি?

تجھ کو چھوڑا کہ رسولِ عربیؐ کو چھوڑا؟
بت گری پیشہ کیا؟ بت شکنی کو چھوڑا؟
عشق کو، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا؟
رسمِ سلمانؓ و اویسِ قرنیؓ کو چھوڑا؟
آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں!
زندگی مثلِ بلالِ حبشیؓ رکھتے ہیں!

নজদ-মজনুনের মাতৃভূমির নাম।
সলমান-হযরত নবী করীম (সঃ) এর জনৈক বিশিষ্ট ছাহাবী।
বেলাল- ঐ ঐ ঐ

তোমায় ছেড়ে তারা যেন নবীকেও ত্যাগ করেছে
বোত শেকনীর পেশা ছেড়ে বোত গড়নের কাজ ধরেছে।
নিখুঁত প্রেমের পথ হারায়ে আশার মায়ার পথ খুঁজেছে
সলমান ও ছেহাবীদের পন্থা ছেড়ে ভুল করেছে।
তকবীরের অগ্নি আছে লুক্কায়িত হৃদয় মাঝে
বেলালেরি প্রাণ রয়েছে কিন্তু নাহি আনছে কাজে।

عشق کی خیر، وہ پہلی سی اَدا بھی نہ سہی
جادہ پیمائیٔ تسلیم و رضا بھی نہ سہی
مضطرب دل صفتِ قبلہ نما بھی نہ سہی
اور پابندیٔ آئین وفا بھی نہ سہی

کبھی ہم سے، کبھی غیروں سے شناسائی ہے
بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے!

সেই পুরাতন প্রেমের লীলা কার্যকরী নয় গো কেন?
কৃতজ্ঞতার পথিক মোরা নিত্য তোমার বাধ্য হেন।
হৃদয়খানি ব্যস্ত সদা কেবলা নোমা যন্ত্র যেন,
ওফাদারির কানুন মেনে চলছি তবু বিরাগ কেন?
কখন তুমি মোদের সাথে কখন আবার পরের সাথে
বলব কি আর তুমিও যে চাও সকলের মন যোগাতে।

سرفاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے
اک اشارے میں ہزاروں کیلئے دل تو نے
آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے
پھونک دی گرمیٔ رخسار سے محفل تو نے

آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں
ہم وہی سوختہ ساماں ہیں، تجھے یاد نہیں؟

ফারান-মক্কার একটি পর্বত যাহার উপর দাঁড়াইয়া নবী করীম (সাঃ) সর্ব প্রথম কাফের দিগকে পবিত্র ইসলামের দিকে আহবান করিয়া ছিলেন।
আশেক-প্রেমিক।

ফারানেরই গিরি শিরে ইসলামেরে পূর্ণ করে,
নিয়েছিলে ইঙ্গিতেই সংখ্যাতীত হৃদয় কেড়ে।
তুমিইত দান করেছ অগ্নিশিখা প্রেমের করে,
আজো তোমার রূপের জ্যোতিঃ বিশ্বজগত আছে জুড়ে।
তবে মোদের হৃদয়ে কেন, নাই আজি সেই অগ্নিকণা?
আমরা যে সর্বহারা, ইহা তোমার নাই কি জানা?

وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا
قیس دیوانۂ نظارۂ محمل نہ رہا
حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا
گھر یہ اُجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا

اے خوش آں روز کہ آئی وبصد ناز آئی
بے حجابانہ سوئے محفلِ ما باز آئی!

নজদ মাঠে নাই সে আজি উষ্টপালের ঘন্টা ধ্বনি
মজনু আজ ব্যস্ত নহে দেখতে লাইলীর হাওদা খানি
নাই ক্ষমতা নাই মমতা নাই সে হৃদয় সবাই জানি,
তুমি যখন মাহফিলে নাই বলবে কে আর সুখের বাণী।
কৈ সে সুদিন যে দিন তুমি আসবে আবার সেজে গুজে
নিঃসংকোচে করবে গমন আশেক পুরে নয়ন বুজে।

بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لب جو بیٹھے
سنتے ہیں جام بکف نغمۂ کوکو بیٹھے
دور ہنگامۂ گلزار سے یک سو بیٹھے
تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ھو بیٹھے!

اپنے پروانوں کو پھر ذوقِ خود افروزی دے

برقِ دیرینہ کو فرمانِ جگر سوزی دے

অন্য জাতি কাজে বসে স্ফূর্তি করে সুরা পানে।
শ্রবণ তাদের সার্থক আজি পাপিয়ার কুহুতানে।
নীরব বসে সুখের সুরা ভরছে জামে ফুল্ল মনে,
কিন্তু তোমার পাগলদের ওই দৃষ্টি শুধু তোমার পানে।
পতঙ্গদের প্রাণে আবার শক্তি দানো দহিবারে,
বিদ্যুতেরে দাও অবসর পূর্ব খেলা খেলিবারে।

قوم آوارہ عناں تاب ہے پھر سوئے حجاز

لے اڑا بلبلِ بے پر کو مذاقِ پرواز

مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز

تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنۂ مضراب ہے ساز

نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کیلئے

طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کیلئے

বিপদ গামি কাফেলা ঐ চলছে আবার হেজায পানে,
পক্ষহীন পক্ষীদলে মদদ কর পাখা দানে
অভিলাষের সুবাসভরা গুলিস্তানের মুকুল প্রাণে,
তোমার দয়ায় ফুটলে আবার ভরবে জগত তাদের ঘ্রাণে।

হেজাজ-আরব দেশ। নগমা-গান। কোহেতুর-পর্ব্বত বিশেষ, যাহার উপরে হযরত মুছা (আঃ) খোদার সহিত কথা বলিতেন।

নগমা গুলি বাহিরেতে ব্যস্ত সদা সেতার তরে
কোহেতুরের ইচ্ছা আবার ভস্মী হতে জ্বলে পুড়ে।

مشکلیں اُمتِ مرحوم کی آساں کر دے
مور بے مایہ کو ہمدوش سلیماں کر دے
جنس نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے
ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے
جوئے خوں می چکد از حسرتِ دیرینۂ ما
می تپد نالہ بہ نشتر کدۂ سینۂ ما!

মুক্ত কর বিপদ হতে উপায় বিহীন উম্মতেরে
পিপিলিকায় সোলায়মানের আসন দানো যত্ন ক'রে।
দুর্লভ সে ভালবাসা দাও হে আবার সুলভ ক'রে,
মুসলমানই কর আবার ছনম খানার বাসিন্দারে।
দুঃখে তাদের চক্ষে আজি রক্ত নদী প্রবাহিত,
নালাযারীর ভীষণ ঝড়ে বক্ষ তাদের তরাঙ্গিত।

بوئے گل لے گئی بیرونِ چمن راز چمن
کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غمّازِ چمن
عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن
اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن
ایک بلبل ہے کہ ہے محوِ ترنم اب تک
اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک

ছনম খানা-প্রতিমাশালা। চমন-উদ্যান।

কুসুমরাজি ক'রছে ব্যক্ত কুঞ্জবনের গুপ্ত কথা,
চুগুলখোরীর দরুন যেন তাদের মনে পাচ্ছে ব্যথা।
মৌসুম এবার শেষ হয়েছে গোলশনে নাই পুষ্পলতা,
শুনবেনা আর কুসুম ডালে বুলবুলিদের বিলাপ গাঁথা।
কিন্তু শুধু একটি দুঃখী বুলবুলি গান ক'রছে বসে,
জগৎ বুঝি জ্বলবে এবার তার হৃদয়ের হা-হুতাসে।

قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں
پتیاں پھول کے جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں
وہ پرانی رَوِشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں
ڈالیاں پیرہنِ برگ سے عریاں بھی ہوئیں
قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اُس کی
کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی!!

কুকুদলও যাচ্ছে চলে ছনুবরের শাখা ছেড়ে,
গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলি শুষ্ক হয়ে পড়'ছে ঝরে।
ফুল বাগানের পূর্ব বাহার নাই গো আজ চমনপুরে,
পত্রাবলী ঢাকছেনা আর নগ্নশাখা যত্ন করে।
মৌসুমের এই ঘোর বিপাকে বুলবুলিটি গাহিছে গাঁথা,
গোলশনে কেউ থাক্‌লে আজি বুঝতো তাহার মনের ব্যথা।

لطف مرنے میں ہے، نہ مزا جینے میں
کچھ مزا ہے تو یہی خونِ جگر پینے میں!
کتنے بیتاب ہیں جوہر مرے آئینے میں
کس قدر جلوے تڑپتے ہیں مرے سینے میں!

ছনুবর-বৃক্ষ বিশেষ। খুনে জেগর-বক্ষ শোনিত। লালা-জবাফুল।

اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں
داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں

মরনেও শান্তি নাহি সুখ ভোগও নাই তার জীবনে,
খুনে জেগর পান করিতে শান্তি শুধু পায়সে মনে।
নিত্য নুতন চিত্র কত ফুটছে তাহার নয়ন কোণে,
তাল-বেতালে গাইছে নানা দুঃখ গাঁথা বিজন বনে।
কিন্তু কেউ নাই চেমনে দেখ্‌তে এসব দুর্দ্দশা তার,
বক্ষে যেই দাগ পড়ে'ছে লালা বিনে বুঝবে কে আর।

چاک اس بلبلِ تنہا کی نوا سے دل ہوں
جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں
یعنی پھر زندہ نئے عہد فا سے دل ہوں
پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں

عجمی خُم ہے تو کیا، مے تو حجازی ہے مری
نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے مری

হয়ত তাহার কুহু তানে হৃদয় আবার দীর্ণ হবে,
নিদ্রাতুর অলস পথিক জাগবে আবার ঘন্টা রবে।
ওফাদারির নব্যযুগে অলস প্রাণটি আবার জিন্দা হ'বে,
পূর্বসুরা পান করিতে মনটি আবার ব্যস্ত হ'বে
আজম দেশী পাত্র হলে ও সুরা মোদের আরব দেশী,
গান যদিও হিন্দী মোদের সুরটি সেই হেজায্ দেশী।

جوابِ شکوہ

জওয়াবে-শেক্ওয়া

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں، طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے
قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے
خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گذر رکھتی ہے
عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک مرا
آسماں چیر گیا نالۂ بیباک مرا

প্রাণ হ'তে নির্গত কথা অন্য প্রতি আছর করে,
পাখা নাহি থাকলেওতা' পাখা ছাড়া উড়তে পারে।
মুলে উহা পূত বলে উর্দ্ধে যে'তে যত্ন করে,
ভুতল মাঝে জন্মিলেও গমন করে আকাশ পরে।
প্রেম যে আমার বিবাদ প্রিয়, বিদ্রোহী আর চতুর ছিল,
তাই ত আমার কান্নাকাটি গগন ভেদী উর্দ্ধে গেল।

جب مئے درد سے ہو خلقت شاعر مدہوش
آنکھ جب خون اشکوں سے بنے لالہ فروش
کشور دل میں ہوں خاموش خیالوں کے خروش
چرخ سے سوئے زمیں شعر کو لاتا ہے سروش
قید دستور سے بالا ہے مگر دل مرا
فرش سے شعر ہوا عرش سے نازل مرا

লালা-জবাফুল। সরুশ-কবিদের নিকট তার বাহক ফেরেশতা। আরশ আল্লা'হর সিংহাসন।

কবি যখন চিন্তা-মদে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে,
লালা-দুবী ধরে আঁখি রক্তমাখা অশ্রুভরে।
হৃদয় পুরের ভাব কোলাহল শান্ত আকার ধারণ করে,
'সরুশ, তখন আকাশ থেকে কাব্য আনে জমির পরে।
কিন্তু আমার বিষয় ছিল এ'সব হতে বহুদুরে,
কাব্য আমার ভূতল হতে উঠল গিয়ে আরশ পরে।

پیر گردوں نے کہا سُن کے، کہیں ہے کوئی!
بولے سیارے، سرِ عرشِ بریں ہے کوئی!
چاند کہتا تھا، نہیں۔ اہلِ زمیں ہے کوئی!
کہکشاں کہتی تھی، پوشیدہ یہیں ہے کوئی!
کچھ جو سمجھا مرے شکوے کو تو رضواں سمجھا
مجھے جنت سے نکالا ہوا انساں سمجھا:

বৃদ্ধ আকাশ শব্দ শু'নে বল্লে কোথায় আছে কেহ,
গ্রহ-রাজি বল্ল বুজি আরশ ধামে হবে কেহ।
চাঁদ বলিল নহে বরং ভূতলবাসী হ'বে কেহ।
ছায়া পথও বলল হেথা লুক্কায়িত হ'বে কেহ।
কিন্তু আমার শেকওয়া শুধু রিদওয়ানই বুঝেছিল
স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত মানব সেতা জেনেছিল।

تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا!
عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا!

রিদওয়ান-বেহেস্তের রক্ষীর উপাধী। আরশিগণ-আল্লা'হর আরশ ধামে যে সকল ফেরেশতা আছেন।

تا سرِ عرش بھی انساں کی تگ و تاز ہے کیا !
آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا ؛

غافل آداب سے سکّانِ زمیں کیسے ہیں !
شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں !

ফেরেশ্‌ তারা স্তব্ধ হ'য়ে বল্ল, এসব কিসের ধ্বনি,
আরশিগণও ভেদ করিতে পা'রল না রহস্যখানি।
মানুষ আবার আর্‌শ ধামে আসতে পারে এ'কি বাণী,
নগন্য এই মাটী আবার কিসে হল উর্দ্ধগামী,
ভুতলবাসী এতই কি শিস্টাচারের নীতি হারা?
কি ভয়ানক দুঃসাহসী বসুন্দরার বাসিন্দারা?

اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے
تھا جو مسجودِ ملائک یہ وہی آدم ہے ؛
عالمِ کیف ہے، دانائے رموزِ کم ہے
ہاں، مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے

ناز ہے طاقتِ گفتار پہ انسانوں کو
بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو!

কি বেহায়া! আল্লাহকে যে রাগ করিতে শঙ্কা নাই,
ইহারা কি আদম জাতি? ফেরেশতাদের নম্য যেই।
আল্লাহ পাকের 'কাইফ ও কমের, গোপন কথা জানে ছহী,
কিন্তু নিজের অক্ষমতার বিষয় বুঝি জ্ঞাত নাহি।
বাক শক্‌তি আছে ব'লে মানব জাতি গর্ব্ব করে,
কিন্তু সবে কথার মতন কথা কোথায় বলতে পারে।

কাইফ্‌ ও কম-ভেদ রহস্য।

آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ ترا
اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ ترا
آسماں گیر ہوا نعرۂ مستانہ ترا
کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ ترا!
شکر شکوے کو کیا حسنِ ادا سے تو نے
ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے

দৈব বাণী হ'ল তখন, দুঃখ ভরা হায়! কেচ্ছা তোমার,
করুণ আঁখির অশ্রুনীড়ে পূর্ণ যে পয়মানা তোমার।
গগন ভেদী উঠল আজি না'রায়ে মস্তানা তোমার
কতই যে নির্ভীক এই পাগর পারা দেলটি তোমার।
শেকওয়া তোমার শোক্‌র হেন হ'ল কথার ভঙ্গি হ'তে,
বন্দাকে আজ বাক্যালাপী করলে তুমি খোদার সাথে।

ہم تو مائل بہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے، رہروِ منزل ہی نہیں
تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں
جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں
ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

দান করিতে প্রস্তুত আমি কিন্তু কেহ প্রার্থীত নাই,
পথদেখাব কারে আমি মনযেলের পথিক যে নাই।

পয়মানা-পেয়ালা, আধার। নারায়ে-মস্তানা-মস্তান'দের শোর চিৎকার। শোকর-কৃতজ্ঞতা। মনযিল- বিশ্রামস্থল।

শিক্ষা আমার সার্ব্ব-জনীন কিন্তু কেহ গ্রহীতা নাই,
আদম যা'তে সৃষ্ট হ'ল সেই উপাদান এখন যে নাই।
যোগ্য পেলে রাজার মতন সম্মানিত করি তারে,
তালাশ যা'রা করতে জানে নূতন জগৎ দিই তাদেরে।

ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں
اُمتی باعثِ رسوائیِ پیغمبرؐ ہیں
بُت شکن اُٹھ گئے، باقی جو رہے بُت گر ہیں
تھا براہیمؑ پدر، اور پسر آزر ہیں
بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے
حرمِ کعبہ نیا بُت بھی نئے تم بھی نئے

বাহু তোদের শক্তিহীন আর এলহাদেতে প্রাণ উথলা।
নবীরও যে লজ্জা আসে তোদেরে 'উম্মতি বলা'
বুত্ শেকন্ আজ নাহি ভবে, হয়েছে বুত্ গড়ের মেলা,
পিতা ছিলেন 'ইব্রাহীম' আর পুত্র যে আযরের চেলা।
নূতন নূতন সুরা পায়ী, সূরা নতুন পাত্র নূতন,
কাবা গৃহের হেরম নূতন, তোমরা নুতন বুতও নূতন।

وہ بھی دن تھے کہ یہی مایۂ رعنائی تھا!
نازشِ موسمِ گل لالۂ صحرائی تھا

এলহাদ-খোদার প্রতি অবিশ্বাস। উম্মতি-আমার উম্মৎ। ইব্রাহীম-পয়গাম্বর বিশেষ। আযর-ইব্রাহীমের পিতার নাম। হেরম-কাবা শরীফের প্রাঙ্গন।

جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا
کبھی محبوب تمھارا یہی ہرجائی تھا

کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کرلو
ملتِ احمدؐ مرسل کو مقامی کرلو

এমন দিনও ছিল যখন এসব নিয়ে গর্ব্ব ছিল,
গোলাব ফূলের মৌসুমেতে বন্য-জবার আদর ছিল।
মুসলমানের খাঁটি যারা, তাঁরা খোদার পাগল ছিল,
তোদের প্রিয় নবী ও যে বিশ্ব প্রেমের মগন ছিল।
আজ তোমরা একক খুঁজে দাসত্বের চুক্তি কর।
মুহম্মদের ধর্মকেও স্থান বিশেষে বন্দী কর।

کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے!
ہم سے کب پیار ہے؛ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے
طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے
تمہیں کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے؟

قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں
جذب باہم جو نہیں، محفلِ انجم بھی نہیں
প্রাতঃকালীন শয্যা ত্যাগ কষ্ট তোদের লাগে ভারি,
আমি কে হে! নিদ্রাই যে, বন্ধু তোদের উপকারী।
স্বাধীন মেযাজ সইতে না'রে রোজা মাসের কঠিন বেড়ী,
তোমরা বল সত্যি ক'রে এই কি তোদের ওফাদারী?
জাতি গড়ে ধর্ম হ'তে ধর্ম বিহীন জাতি কোথা।
আকর্ষনী শক্তি ছাড়া তারকা মালার সভা বৃথা।

ওফাদারী-কৃতজ্ঞতা।

جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو
نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن، تم ہو
بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو
بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن، تم ہو
ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کرکے
کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں صنم پتھر کے:

এই জগতে তোমরা শুধু সর্ব্বদিক উপায় হারা,
তোমরাইত সেই জাতি উচ্চ আসন চায় না য'ারা।
তোমাদেরই শস্য গোলা হয় সতত বজ্র পোড়া,
তোদের তরে সাজে শুধু পিতৃ কবর বিক্রী করা।
কবর বেচে ভবে যদি হ'তে পার সুনাম ধারী,
বাধা কি আর সুযোগ পে'লে হইবে সে বুত্ বেপারী।

صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟
نوع انساں کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟
میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟
میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟
تھے تو آبا وہ تمھارے ہی، مگر تم کیا ہو!
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو!

যাঁরা এসব অসার, বাতেল দুর করেছে জগৎ হতে,
ছাড়া' য়েছে মানবকুলে দাস-গোলামীর কবল হ'তে।
কাবা ঘরে সজদা করার জাগ্‌ল প্রথা যাদের সাথে,
বুকে কোরান ধারণ করা শিখ্‌ল জগৎ যা'রা হতে।
তাঁরা তোদের পুর্ব্ব পুরুষ; আর আজিকে তোমরা কে হে?
এন্‌তেজারী ক'রছ বসে হাতের উপর হাতটি রে'খে।

کیا کہا ! بہرِ مسلماں ہے فقط وعدۂ حور
شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور!
عدل ہے فاطرِ ہستی کا ازل سے دستور
مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور
تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں
جلوۂ طور تو موجود ہے موسیٰؑ ہی نہیں

কি বলিলে! মোসলমানের জন্য কেবল ওয়াদায়ে হুর
নাহক কথা বলতে তোদের নাইক যেন একটু শউ'র
আল্লাহ পাকের ইনছাফে কি হইতে পারে বিন্দু কছুর,
মুসলমানের গুণ লভিয়ে পা'চ্ছে তারা হুর ও কছুর।
তোদের মাঝে কারো কাছে হুর লভিবার ইচ্ছা যে নাই,
তুরের জ্যোতি আছে তবু কিন্তু কেহ মুসা ত নাই।

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبیؐ، دین بھی، ایمان بھی ایک
حرمِ پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
فرقہ بندی ہے کہیں، اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟

জাত হিসাবে মুসলমানের লভ্য-ক্ষতি উভয় একই
নবী বল, ধর্ম বল, ঈমান বল, সবাই একই।

হুর স্বর্গের অপ্সরা। শউ-র-অনুভব। কছুর-দোষ। তুর-পর্ব্বত বিশেষ। মুসা-পয়গাম্বরের নাম।

কাবা বল, কোরান বল, আল্লাহ বল তাহাও একই,
তবে কি যে কঠিন ছিল তারাও যদি হত একই?
কিন্তু কোথাও জাত্যাভিমান, কোথাও আবার দলাদলি,
এসব কি আর ভবের মাঝে মহান হওয়ার ক্রিয়াবলী?

کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مختار؟
مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟
کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اغیار؟
ہوگئی کس کی نگہ طرزِ سلف سے بیزار؟
قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں
کچھ بھی پیغامِ محمدؐ کا تمہیں پاس نہیں!

কে তোমাদের চ'লছ আজি নবীর গড়া কানুন মে'নে?
সময় বুজে কে তোমাদের কার্য্য সাধন করতে জানে?
ভিন্ন জাতির অনুকরণ পাচ্ছে শোভা কা'র নয়নে?
কে দেখে আজ ঘৃণা ভরে মুরব্বিদের চাল-চলনে?
রূহে নাহি অনুভূতি, অন্তরে না জ্বালা আছে?
মুহাম্মদের পয়গামেরেও মর্যাদা নাই তোদের কাছে।

جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا، تو غریب
زحمتِ روزہ جو کرتے ہیں گوارا، تو غریب
نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا، تو غریب
پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمھارا، تو غریب
امرا نشۂ دولت میں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے ملّتِ بیضا غربا کے دم سے

রূহ-প্রাণ। পয়গাম-সংবাদ। কাতার-পংতি।

মসজিদে আজ কাতার বেঁধে নমাজ পড়ে গরীবেরা
উপবাসের কষ্ট স'য়ে রোযা রাখে গরীবেরা।
আমায় যা'রা স্মরণ করে তারাও সেই গরীবেরা।
তোদের যাহা সম্মান আছে তা'ও রে'খেছে গরীবেরা।
ধনের নেশায় বিভোর হ'য়ে ধনী আমায় গে'ছে ভূ'লে।
ইসলাম আজও জিন্দা আছে দরিদ্রের দোআ-বলে।

واعظِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی
برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی
رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی
فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی
مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے
یعنی وہ صاحبِ اوصاف حجازی نہ رہے

জাতীয় সেই বক্তাগণের নাই সে শুভ চিন্তা-ধারা
জ্বালাময়ী বক্তৃতা নাই প্রাণটি ত্বরিত শক্তি হারা,
আজান দেওয়ার প্রথা আছে, নাই বেলালী প্রাণের সাড়া
ফলছফা আর থাকলে কি হয়, গয্যালীর শিক্ষা ছাড়া?
মসজিদ আজি কাঁদছে ব'সে, হায়! নমাযী কেউত নাই।
হেযাযী সেই গুণে আজি গুনান্বিত কেউ ত নাই।

আযান-নমাজের জন্য আহবান। বেলাল-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছল্লামের মওয়াজ্জেন। ফলছফা-দর্শন শাস্ত্র। গয্যালী-প্রসিদ্ধ দার্শনিক ইমাম গযযালী। হেযায-আরব দেশ।

شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلماں نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود؟
وضع میں تم ہو نصاریٰ، تو تمدن میں ہنود
یہ مسلماں ہیں: جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟

করছ নিনাদ মুসলিম আজি যাচ্ছে চ'লে জগত ছেড়ে,
আমি বলি; আছ কি হে! মুসলমান এই দুনিয়া পরে।
নছরানী আর হিন্দু সবাই চাল চলনে বাইরে ঘরে
তোমরা কিহে মুসলমান আর এহুদ যা'রে ঘৃণা করে।
বলতে পার সৈয়দ তুমি, মিরযা তুমি, পাঠান তুমি,
কিন্তু কি হে বলতে পার খাঁটি মুসলমান যে তুমি?

دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بیباک
عدل اس کا تھا قوی، لوث مراعات سے پاک
شجرِ فطرتِ مسلم تھا حیا سے نمناک
تھا شجاعت میں وہ اک ہستیٔ فوق الادراک
خود گدازی نمِ کیفیتِ صہبایش بود
خالی از خویش شدن صورتِ مینایش بود

বাক্যালাপে সত্য বলা মুসলমানের স্বভাব ছিল,
বিচার তাদের তরফকশীশূন্য এবং নিখুঁত ছিল।

নছরাণী-খৃষ্টান এহুদী। সৈয়দ-নবীর বংশধর। মিরযা-পারস্যবাসী বড়লোকের উপাধি। পাঠান-জাতি বিশেষ। তরফকশী-পক্ষপাতিত্ব।

মুসলমানের স্বভাব তরু লজ্জা রসে সিক্ত ছিল,
আবার তাঁদের বীরপনা, চিন্তাধারার অতীত ছিল।
আত্মস্বরূপ প্রকাশ করা ছিল তাঁদের সুরার ধারা,
সব সময়ে হ'ত তাদের মদের বাটি আপন হারা।

ہر مسلماں رگِ باطل کے لئے نشتر تھا
اس کے آئینۂ ہستی میں عمل جوہر تھا
جو بھروسا تھا اسے قوتِ بازو پر تھا
ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا
باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو
پھر پسر قابلِ میراثِ پدر کیونکر ہو

দুষ্ট রগের অস্ত্র ছিল মুসলেমেরা যত ইতি,
কর্ম্মময় জীবন যাপন ছিল তাদের জীবন নীতি।
আস্থা তাদের ছিল সদা আপন বাহুবলের প্রতি,
তোদের আছে মৃত্যু ভয় আর তাদের ছিল খোদার ভীতি।
পুত্র যদি পিতৃগুণে বিভূষিত হ'তে নারে।
কুপুত্র সে, যোগ্য নহে পিতৃ গিরাছ লভিবারে।

ہر کوئی مست مئے ذوقِ تن آسانی ہے
تم مسلماں ہو؟ یہ اندازِ مسلمانی ہے؟
حیدری فقر ہے، نے دولتِ عثمانی ہے
تم کو اسلاف سے کیا نسبتِ روحانی ہے
وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہو کر

প্রত্যেকই তোদের আজি বিলাস-মদে মতোওয়ারা,
তোমরা কিহে মুসলমান আর এই কি মুছলমানীর ধারা?
নাই সে আলীর দরিদ্রতা, ওছমানী দৌলতও হারা।
পিতৃ পুরুষ্য়সাথে তোরা রুহানী সম্পর্ক ছাড়া।
মুছলমানী নি'য়ে তারা মুখ্য ছিল ধরাতলে,
আর তোমরা কুরআন ছে'ড়ে যাচ্ছ আজি রসাতলে।

تم ہو آپس میں غضب ناک، وہ آپس میں رحیم
تم خطا کار و خطا بیں، وہ خطا پوش و کریم
چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ ثریا پہ مقیم
پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم!

تختِ فغفور بھی ان کا تھا، سریرِ کے بھی
یوں ہی باتیں ہیں، کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی؟

তাঁরা ছিলেন দয়ার আকর, তোমরা সবি হিংসুক আজি,
তাঁরা ছিলেন ক্ষমাশীল আর তোমরা চল দোষটি খুঁজি।
সবায় চায় উর্দ্ধাকাশে বাস করিতে ভু-তল ত্যাজি,
কিন্তু আগে লাভ করিতে হবে যে সেই গুণ রাজি।
কাই-সিংহাসন ছিল তোদের ফগফুরী সেই তখ্‌ত তোদের
ওসব এখন বাজে কথা' বলতে শরম নাই কি তোদের।

আলী-হযরত আলী (রঃ) তিনি নিত্যান্ত দরিদ্র ছিলেন। ওসমান-হযরত ওসমান (রঃ) তিনি মহা ধনবান ছিলেন। কাই সিংহাসন-পারস্য দেশের রাজ সিংহাসন। ফগফুর-চিনদেশের সম্রাটের উপাধি।

خودکشی شیوہ تمھارا، وہ غیور و خود دار
تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار
تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار
تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں بکنار
اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت انکی
نقش ہے صفحۂ ہستی پہ صداقت اُنکی!

তোমরা সবি আত্মঘাতি তারা ছিলেন অভিমানী,
ভ্রাতৃবোধে বিমুখ তোরা, তাঁরা ছিলেন প্রেমের খনি,
তোমরা আছ মুকুল নিয়ে, তাঁদের ছিল বাগানখানি,
তোমরা শুধু কথার মানুষ, কর্ম্ম ছিল তাঁদের বাণী।
তাঁদের ওসব কেচ্ছা আজো জগদ্বাসীর আছে জানা,
যুগের পাতে রইছে লিখা তাদের সেই গুণপনা।

مثلِ انجم افقِ قوم پہ روشن بھی ہوئے
بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے
شوقِ پرواز میں مہجورِ نشیمن بھی ہوئے
بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے
ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا
لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا

তোদের মাঝে তারার মতন উজ্জ্বলি'য়ে উঠল যারা,
হিন্দী বুতের প্রেমে ম'জে ব্রাহ্মনই সাজ্‌ল তারা।
উর্দ্ধ পানে উড়তে গিয়ে হল আপন আসন ছাড়া,
আমল বিহীন যুবক ব'লে ধর্মে হ'ল আস্থা হারা।

তাহযীব-সভ্যতা

মুক্ত হ'লে তাহ্‌যীবেরি বানে সকল বাঁধন হ'তে
কা'বা ছেড়ে বাস করিতে আসল যেন বুত খানাতে।

قیس زحمت کشِ تنہائیِ صحرا نہ رہے
شہر کی کھائے ہوا، بادیہ پیما نہ رہے
وہ تو دیوانہ ہے، بستی میں رہے یا نہ رہے
یہ ضروری ہے حجابِ رخِ لیلا نہ رہے

گلۂ جور نہ ہو شکوۂ بیداد نہ ہو
عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو

মজনু' একা বসবাসের কষ্ট না আর সহ্য করুক,
শহরতলীর বদ্ধ বাতাস মাঠে না আর বয়ে পড়ুক।
সেত পাগল; লোকালয়ে থাকুক কি আর নাই বা থাকুক,
কিন্তু উচিৎ, লায়লী মুখ ও ঘোমটা হ'তে মুক্ত থাকুক।
যুলম্‌ ও সেতম ব লে তখন অনুযোগ আর নাহি রবে,
ইশক্‌ যখন স্বাধীন চেতা রূপ কেন না স্বাধীন হবে?

عہدِ نو برق ہے، آتش زنِ ہر خرمن ہے
ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے
اس نئی آگ کا اقوامِ کہن ایندھن ہے
ملتِ ختمِ رسلؐ شعلہ بہ پیراہن ہے

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا

মজনু-প্রসিদ্ধ লায়লী মজনুন উপাখ্যানের নায়ক। লায়লী-নায়িকা। যুলুমও সেতম-অত্যাচার, অবিচার। ইশক-প্রেম, আসক্তি।

নব্য যুগের বজ্রপাতে জ্বলছে আগুন সর্ব্ব ঠাই
বন বল কি বাগান বল, কিছুরই রক্ষা নাই।
প্রাচীন জাতিদের ইহা কষ্ট সম চলছে দাহী,
সত্য নবীর ধর্মে ও যে ধ'রল আগুন আচল বাহী।
ইব্রাহীমি বিশ্বাস আজো আনতে যদি পার মনে,
অগ্নিকেও পরিণত করতে পার পুষ্প বনে।

دیکھ کر رنگِ چمن ہو نہ پریشاں مالی
کوکبِ غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی
خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی
گل بر انداز ہے خونِ شہدا کی لالی
رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے
یہ نکلتے ہوئے سورج کی اُفق تابی ہے!

গুলিস্থানের দৃশ্য হেরে মালী যেন দুঃখ না করে,
তারার মতন মুকুল সে ঐ পাচ্ছে শোভা শাখার প'রে।
ফুটবে কুসুম শহীদগণের রক্ত বরণ ধারণ করে,
আবর্জনা থাকবে না আর ফুল বাগানের ঝোপের ধারে।
ঐ যে দেখ রাঙা গগণ শুদ্ধ যেন রক্ত মাখা,
নবোদিত দিবাকরের আলো রাশি যাচ্ছে দেখা।

বিঃদ্রঃ পবিত্র কুরআনের সুরা বকরায় ইব্রাহীমি বিশ্বাসের বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে রহিয়াছে।

اُمتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں
اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں
سینکڑوں نخل ہیں، کاہیدہ بھی، بالیدہ بھی ہیں
سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں
نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا
پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا

ভবোদ্যানে অনেক জাতি ফুল তুলিতে আছে রত,
হেমন্তের আঘাত পেয়ে নিরাশ হৃদে ফিরছে কত!
অনেক তরু সতেজ আবার নিস্তেজ আছে বহু শত,
অনেক আবার কুঞ্জ বনের গর্ভে আছে লুক্কায়িত।
ইছলামী বৃক্ষে এবার ফল ধরিবে হচ্ছে আশা,
বহুদিনের যত্নে বুঝি আজ তাহার এই শুভ দশা।

پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا
تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا
قافلہ ہوسکے گا کبھی ویراں تیرا
غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساماں تیرا
نخل شمع استی و در شعلہ دود ریشۂ تو
عاقبت سوز بود سایۂ اندیشۂ تو

মাতৃভূমির ধুলা হতে মুক্ত সদা আচল তোদের,
ইউছুফ তোরা, জগৎখানি মাতৃভূমি কেনান তোদের।
লুপ্ত কভু হচ্ছেনা এই দুর্জ্জেয় কাফেলা তোদের,
বাঙ্গে-দেরাই জগৎ মাঝে হ'চ্ছে সেরা উপায় তোদের।

বাঙ্গেদেরা-জাগান ঘন্টার এলার্‌ম।

মোমের বাতির মতন রাজে শিখার মাঝে তোদের কায়া,
দগ্ধিভূত হয় সকলি পড়লে তোদের ভীতি ছায়া।

تو نہ مٹ جائیگا ایران کے مٹ جانے سے
نشۂ مے کو تعلق نہیں پیمانے سے
ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے

کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے
عصر نو رات ہے. دھندلا سا ستارا تو ہے

তোমরাত আর মুছিবেনা ইরান (১) গেলে রসাতলে,
পাত্র সনে নেশার যে সম্পর্ক নাহি সবাই বলে।
জগতবাসীর আছে জানা; তাতীরীদের (২) যুদ্ধ ফলে,
কা'বা গেহ ছনমখানা হ'তে পেল রক্ষী দলে
এই যমানায় খোদাই তরীর চালক আছ তোমরা শুধু,
গো-ধুলিতে মিটি মিটি জ্বলছে তোদের তারকা শুধু।

ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا
غافلوں کے لئے پیغام ہے بیداری کا

১। কবিতাটি ইংরেজ কর্তৃক পারস্য হস্তগত করার ষড়যন্ত্র কালীন লিখা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ২। চেঙ্গিস খান তাতারী যে সময় মক্কা আক্রমণ করিয়াছিল। মক্কার অমুসলমানগণ ও খানায় কাবাকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেস্টা করিয়াছিল। এখানে সেই কথাই বলিতেছেন। চনমখানা-বুতখানা, মন্দির।

تو سمجھتا ہے یہ ساماں ہے دل آزاری کا
امتحاں ہے ترے ایثار کا، خود داری کا
کیوں ہراساں ہے صہیل فرسِ اعدا سے
نورِ حق بجھ نہ سکے گا نفسِ اعدا سے

বুলগেরীদের (১) হামলা যে এই হচ্ছে আজি তোদের পরে,
চেতনারই পয়গাম ইহা, অলসগনের ঘুমের ঘোরে।
বুঝতে পার হচ্ছে এসব তোদের মনকষ্ট তরে,
নহে বরং কোরবাণীরই পরীক্ষা আজ তোদের তরে।
বিপক্ষদের অশ্ব নাদে মনে কেন আনছ ভীতি,
শত্রগণের ফুৎকারে আর নিভিবে না খোদার জ্যোতিঃ (২)

چشمِ اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری
ہے ابھی محفلِ ہستی کو ضرورت تیری
زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری
کوکبِ قسمتِ امکاں ہے خلافت تیری

وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے

স্বরূপ তোদের রইছে গোপন অপরাপর জাতির কাছে;
ভবের সভায় তোদের নি'য়ে আজো বহু দরকার আছে।

---

(১) এই কবিতা লিখার সময় বুলগেরিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

(২) এই লাইটি কোরান শরীফের আয়াতঃ
য়ুরীদুনা লেয়তু ফিউ নুরুল্লাহে বে-আফওয়া হেহিম ওয়াল্লাহুমুতিম্মুনুরিহি ওলাও করিহাল কাফেরুন এর মর্মানুবাদ।

তোদের তাপে তপ্ত হ'য়ে বিশ্ব আজো জিন্দা আছে,
খেলাফতের (১) কল্যাণেও তোদের বহু সম্মান আছে।
অবসরের সময় কোথা? কাজ যে অনেক আছে বাকী।
তৌহীদ জ্যোতি পূর্ণ হ'তে সময় আরও আছে বাকী।

مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہوجا
رخت بر دوش ہوائے چمنستاں ہوجا
ہے تنک مایہ تو ذرے سے بیاباں ہوجا
نغمۂ موج سے ہنگامۂ طوفاں ہوجا

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کردے
دہر میں اسم محمدؐ سے اجالا کردے

গুনছাতে যে বদ্ধ সুবাস! ছড়াইতে যত্ন কর,
গুলিস্তানের মৃদু সমীর! দিক বিদিকে ব'য়ে পড়।
ক্ষুদ্র কেন? ধূলা হ'তে ছাহারাটী গঠন কর;
হিল্লোলের স্বরূপ ত্যাজি ঝঞ্ঝারাতের আকার ধর।
পতিতগণে উন্নতি দাও (১) ইসলামী সেই প্রেমের বলে,
মুহাম্মদের (সঃ) সুনাম যেন উজ্জ্বলে এই ধরা তলে।

১। খেলাফত আন্দোলন ও কবিতার লিখার সময় বর্তমান ছিল।
২। ইসলাম পতিতদিগকেও ঘৃণা করেন, মুসলমান হইলেই ছোট বড় ভাই ভাই হইয়া যায়। গুনুছা-কলি।

ہو نہ یہ پھول، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو
یہ نہ ساقی ہو تو پھر مے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو
بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے
نبضِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے

সেই নামেরি (১) কুসুম ছাড়া বুলবুলিদের বিলাপ বৃথা,
ফুল বাগানের শোভা বৃথা, মুকুল রাজির হাসি বৃথা,
ঐ নামেরি সাকী ছাড়া পাত্র বৃথা, শরাব বৃথা,
তৌহিদ সভার শোভা বৃথা, তোমাদেরও হাস্তি বৃথা।
ঐ নামেরি কল্যাণে আজ আকাশ আছে শূন্য পরে,
ভরের নাড়ী সবল আছে পবিত্র সেই নামের জোরে।

دشت میں، دامنِ کہسار میں، میدان میں ہے
بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے
چین کے شہر، مراقش کے بیابان میں ہے
اور پوشیدہ مسلماں کے ایمان میں ہے
چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے
رفعت شانِ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دیکھے

১। হাদীছে কুদসীতে আছে, লাওলাকা লমা খলকতুল আফলাক অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (দঃ) তুমি না হইলে আসমান জমীন পয়দা করিতাম না। কবি সেই কথার ইঙ্গিত করিতেছেন।
সাকী-সুরা বিতরণকারী। হাছতি-অস্থিত্ব।

ছাহারার মরুতে আর পর্ব্বতেও সে নাম আছে,
সাগর বুকের হিল্লোলে আর তুফানেও সে নাম আছে,
চীন দেশে ও মরাকশের বিয়াবানে সে নাম আছে,
মুসলমানের ঈমানেও (১) লুক্কায়িত সে নাম আছে।
প্রলয় যাবৎ সর্ব্ব জাতি এই তামাশা দেখতে পাবে,
রফা'না লকা যিকরকার'ই (২) মর্যাদাটি দেখতে পারে।

مردم چشم زمیں، یعنی وہ کالی دنیا
وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا
گرمیٔ مہر کی پروردہ، ہلالی دنیا
عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا
تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح
غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح

সৃষ্ট-জগের চক্ষু মনী কৃষ্ণ বরণ ধরাখানি,
মুসলমানের শহীদ পালক বিচিত্রিত এই দুনিয়াখানি।
মুহব্বতের তাপে তাপী এই হেলালী ভূতলখানি,
প্রেমিকগণের ভাষা মতে বেলালী এই জগৎখানি।

১। যথা লাইলাহা ইল্লাল্লাহের সহিত মুহাম্মদুর রছুলুল্লাহ সংযুক্ত না করিলে ঈমানের কলেমা পূর্ণ হয় না।

২। ইহা সূরা আলম নশরাহ লকার আয়ত বিশেষ এখানে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, হে মুহাম্মদ (দঃ) আমি আপনার নামকে উচ্চ করিয়াছি, সুতরাং উহাকে নীচ করার শক্তি কাহারও নাই।

মরাকশ মরক্কো।বিয়াবান-জঙ্গল।

সেই নামেই পারার মতন কাঁপছে সদা থরথরিয়ে
চক্ষু মণির মতন আছে নুরের মাঝে ডুব্ কাটিয়ে।

عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تری
مرے درویش! خلافت ہے جہانگیر تری
ماسوا اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری
تو مسلماں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا! لوح و قلم تیرے ہیں

জ্ঞান তোমাদের ঢালটি হেন, প্রেমটি যেন অসি করে,
দরবেশ আমার! খেলাফতই জগজ্জয়ী করবে তোরে।
তকবীরানল আল্লাহ বিনা সবকে দেবে ভস্ম করে,
তদবীরই শ্রেষ্ঠ উপায় সত্য মুসলমানের তরে।
নবীর কথা মানলে সবে খোদাকেও তখন পাবে,
জগৎ কি ছাড়। লাওহে কলম সবই তখন তোদের হবে।

তকবীর-আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি। তদবীর-উপায়। লাওহে কলম-সৃষ্টির বৃত্তান্ত যে দপ্তরে লিখিত আছে তাহাকে লাওহে কলম বলে। কলম অর্থে যে কলম দ্বারা ঐ সব লিখিত হইয়াছিল। ইহা আদী কলম।

স্যার একবালের সর্বশেষ পদ্যাবলী
মৃত্যুর মাত্র ১০ মিনিট পূর্বের বাণী.

سرود رفته باز آید که نه آید ∴ نسیمے از حجاز آید که نه آید
سر آمد روزگار این فقیرے ∴ دگر دانائے راز آید که نه آید

জানিনা অতীত সুর আবার বাজিবে কিনা?
হেজাজী সমীর পুনঃ এদিকে বহিবে কিনা?
এই দীন ফকিরের নিঃশেষ হইল আয়ু।
অপর রহস্য ভেদী জানিনা জন্মাবে কিনা?

মৃত্যুর অর্দ্ধঘন্টা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন

نشانِ مرد مومن با تو گویم ∴ چوں مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

ঈমানদারের নিশানাটি বলতেছি ভাই তোদের তরে,
মৃত্যুকালে মৃদু হেসে মৃত্যুকে যে বরণ করে।

সমাপ্ত